১. নৈতিক ক্রিয়া এবং অনৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়েই নীতিবিদ্যা আলোচনা করে, পশুদের আচরণ নিয়ে নয়। কাজেই 'নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া'র আলোচনায় কেবল মানুষের ক্রিয়া-কর্মই অন্তর্ভুক্ত হয়, পশুদের নয়। কেবল মানুষের ক্রিয়ারই নৈতিক বিচার হয়।

আমাদের কিছু ক্রিয়া বাধ্যতামূলক আবার কিছু ক্রিয়া স্বেচ্ছাকৃত। শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা, তীব্র আলোকে চোখের পাতা বন্ধ করা, গরম পাত্রে হাত দেওয়ামাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া-এসব ক্রিয়া বাধ্যতামূলক। এসব ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া আমরা না করে পারি না। যেসব ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলক, যাদের না করে আমরা পারি না, তাদের যেমন নৈতিক বিশেষণ প্রয়োগ করে 'ভাল' বলা যায় না, তেমনি নৈতিক বিশেষণ করে 'মন্দ' বলাও যায় না। আমরা এমন বলি না, 'শ্বাস নেওয়া ভাল/মন্দ', 'তীব্র আলোকে চোখ বন্ধ করা উচিত/অনুচিত'। বাধ্যতামূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল- মন্দ', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদির ব্যবহার হয় বলে বাধ্যতামূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভাল-মন্দের বাইরে অর্থাৎ অনৈতিক। কাজেই বলা যায় যে, যেসব ক্রিয়া বা-প্রতিক্রিয়ার 'ভাল-মন্দ' বিচার হয় না, সেসব নীতিবহির্ভূত বা অনৈতিক (non-moral) ক্রিয়া।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই নৈতিক বিচার অর্থাৎ 'ভাল-মন্দ', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদিরূপে বিচার হয় বলে কেবল স্বেচ্ছাকৃত কর্মই (voluntary actions) নৈতিক। আমাদের অধিকাংশ কাজই স্বেচ্ছাকৃত। আমরা খেলা করি, লেখাপড়া করি, বেড়াতে যাই, চাকরী করি, গান-বাজনা করি, আমোদ-প্রমোদ করি। এসবই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম যেমন আমরা করতে পারি, তেমনি না করেও থাকতে পারি। আমি যেমন বেড়াতে যেতে পারি, তেমনি বেড়াতে না গিয়েও থাকতে পারি। অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত কর্মে আমাদের স্বাধীনতা থাকে, যা বাধ্যতামূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে থাকে না। কর্ম করা অথবা না করার স্বাধীনতা থাকার জন্য ঐ কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয়, এবং যে কাজের দায়ভার আমাদের বহন করতে হয় কেবল সেইসব কাজের ক্ষেত্রেই 'ভাল-মন্দ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদি নৈতিক গুণাগুণ প্রয়োগ করা যেতে, পারে। আমরা বলি, 'সত্যকথা বলা ভাল', 'চুরি করা অনুচিত'। সত্য কথা বলা বা চুরি করা আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রকার নৈতিক বিশেষণ যুক্ত কর্মই হচ্ছে নৈতিক কর্ম।

কাজেই বলা যায় যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায় না, তা 'অনৈতিক' বা 'নীতি-বহির্ভূত ক্রিয়া'; আর যে কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায়, তা 'নৈতিক ক্রিয়া'। মানুষের বাধ্যতামূলক ক্রিয়া অনৈতিক, কেবল স্বেচ্ছাকৃত কমই নৈতিক।

নৈতিককর্ম যেমন 'ভাল' হয় তেমনি 'মন্দ'ও হয়। সত্যকথা বলা নৈতিককর্ম, কেননা তা উচিতকর্ম। আধার মিথ্যাকথা বলাও নৈতিককর্ম, কেননা তা অনুচিতকর্ম। সত্যভাষণ ও মিথ্যাভাষণ উভয়ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ (উচিত/অনুচিত) ব্যবহার করা হয় বলে তারা নৈতিক। 'নৈতিক' বলতে যেমন নীতিসম্মত ('ভাল', 'উচিত',

'ন্যায়' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত) ক্রিয়াকে বোঝায় তেমনি নীতি-গর্হিত ('মন্দ', 'অনুচিত'। 'অন্যায়' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত) ক্রিয়াকেও বোঝায়। এটাই 'নৈতিক' শব্দের ব্যাপক অর্থ এবং নীতিবিদ্যায় এই ব্যাপক অর্থেই 'নৈতিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নীতিসম্মত (moral) ও নীতি-গর্হিত (immoral) উভয় প্রকার ক্রিয়াকেই নীতিবিদ্যায় 'নৈতিক' (moral) বলা হয়।

আমরা সাধারণত 'নৈতিক' শব্দটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'নৈতিক' বলতে বোঝায়, যা নীতিসম্মত (moral) অর্থাৎ 'ভাল', 'উচিত' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত; আর 'অনৈতিক' বলতে বোঝায়, যা নীতি-গর্হিত (immoral) অর্থাৎ 'মন্দ','অনুচিত' ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত। কিন্তু সঠিক অর্থে নীতিগর্হিত কর্মকে 'অনৈতিক' (non-moral) বলা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা নীতি-গর্হিত কর্মও 'মন্দ', 'অনুচিত' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণযুক্ত।

কাজেই, নীতি-গর্হিত কর্ম **(immoral action)** অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূতকর্ম (non-moral action) থেকে স্বতন্ত্র এবং তা নৈতিককর্মের (moral action) অন্তর্ভুক্ত। সহজ কথায় নীতিসম্মত ও নীতি-গর্হিত উভয় প্রকার ক্রিয়াই ব্যাপক অর্থে 'নৈতিক'।